দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম (ডি.এম.এফ.)

ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন নং - ২০৪৭৪/৯২ (এন.এফ.এফ. অনুমোদিত)

প্রধান কার্যালয়ঃ- ২০/৪ শিল লেন, কলকাতা- ৭০০০১৫; ফোন ও ফ্যাক্স- ০৩৩ ২৩২৮৩৯৮৯; ই-মেলঃ- dmfwestbengal@gmail.com

ডায়মন্ড হারবার কার্যালয়ঃ- নিউ টাউন, ডায়মন্ড হারবার, দঃ ২৪ পরগণা, পিন - ৭৪৩৩৩১; মোঃ- ৯৮০০২৬৬২৬৫

Memo No. MD/G/ 9/ 20 Date – 20/11/ 2020

Office of the District Magistrate & Collector * Alipore, South 24 Parganas * 23 NOV 2020 Contents Not Verified

প্রতি,
মাননীয় জেলাশাসক,
দক্ষিণ ২৪ পরগণা,

বিষয়ঃ বিদেশি মালবাহী জাহাজ কর্তৃক সমুদ্রে জেলেদের জাল আড়ার খুঁটি, কাছি ও ফ্লোটারের ক্ষতি।

মহাশয়,

আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, গত পাঁচদিন ধরে জম্বুদ্বীপের অনতিদূরে সমুদ্রে লাইবেরিয়ার একটি বৃহৎ কয়লা ভরতি কার্গো **(BELL MONROVIA IMO 9123180)** নোঙ্গর করে হলদিয়া বন্দর থেকে আসা ৮ – ৯ টা চাপড়িতে (ছোট জাহাজ) মাল খালাস করছে। এই জায়গাটিতে সাগর দ্বীপের 'সাগরখাল ধবলাট তপোবন মেরিন খটি মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিমিটেড' নামক মৎস্য খোটির জেলেরা বেহুন্দি জাল এড়ে মাছ ধরে। ফিশিং বোটের নাবিক, মাছ বাছুনি/ শুকুনি, বিক্রেতা ইত্যাদি **সমেত** প্রায় ২০০ মৎস্যজীবী শ্রমিক উক্ত খোটিতে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। প্রত্যেক পরিবারে ৫ জন সদস্য ধরলে ২০০ জন শ্রমিকের উপর প্রায় ১০০০ মানুষের **জীবিকা** নির্ভরশীল। কোরোনার আবহে এমনিতেই জেলেদের আর্থিক অবস্থা সঙ্গিন। তার উপর লাইবেরিয়ার ঐ **মালবাহী জাহাজটি** তাদের মাছ ধরার জায়গায় নোঙ্গর করে তাদের মাছ ধরার লোহার খুঁটি ও তার সঙ্গে বাঁধা কাছি ও ফ্লোটার নষ্ট করে দেওয়ায় তারা আর মাছ ধরতে পারছে না। এক একটি খুঁটির পেছনে প্রায় দশ হাজার টাকা খরচ হয়। প্রায় ৩০০ টি খুঁটি পাওয়া যাচ্ছে না। জেলেদের হাতে পুঁজি নেই যে তারা আবার নতুন করে খুঁটিগুলি ক্রয় করতে পারবে। এই অবস্থায় প্রায় ২০০ শ্রমিক কর্মহীন অবস্থায় বসে আছে। জানা গেছে **মালবাহী জাহাজটি** আগামী ২৫ শে নভেম্বর পর্যন্ত ঐখানে নঙ্গর করে থাকবে। মাছ ধরার গন চলে যাচ্ছে। জেলেদের মাথায় হাত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এই জায়গাটায় গত ৫০ বছর ধরে জেলেরা মাছ ধরে আসছে। এটা জাহাজের নোঙ্গর করার জায়গা নয়। সাধারণভাবে মালবাহী জাহাজ এই জায়গাটা থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে নোঙ্গর করে কাজ করে।

এমতাবস্থায়, অবিলম্বে ঐ জায়গা থেকে লাইবেরিয়ার ঐ জাহাজটিকে সরাতে এবং জেলেরা যাতে তাদের ক্ষতিপূরণ পায় সেব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যাবস্থা নিতে অনুরোধ করছি।

ধন্যবাদান্তে,

বিনীত

মিলন দাস,
সাধারণ সম্পাদক,
দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম

দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম (ডি.এম.এফ.)

ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন নং - ২০৪৭৪/৯২ (এন.এফ.এফ. অনুমোদিত)

প্রধান কার্যালয়ঃ- ২০/৪ শিল লেন, কলকাতা- ৭০০০১৫; ফোন ও ফ্যাক্স- ০৩৩ ২৩২৮৩৯৮৯; ই-মেলঃ- dmfwestbengal@gmail.com

ডায়মন্ড হারবার কার্যালয়ঃ- নিউ টাউন, ডায়মন্ড হারবার, দঃ ২৪ পরগণা, পিন - ৭৪৩৩৩১; মোঃ- ৯৮০০২৬৬২৬৫

Memo No. MD/G/ 9/ 20

Date 20/11/ 2020

10094

শ্যামা প্রসাদ মুখার্জী পোর্ট, কোলকাতা
Syama Prasad Mookerjee Port, Kolkata
केन्द्रीय प्राप्ती व वषण परिभाग
Central Receipt & Despatch Section
सामग्री की जांच नहीं की गई
Content Not Verified
जमाकना / Received by
दिनांक / Date 20.11.20

প্রতি,
মাননীয় চেয়ারম্যান,
কোলকাতা পোর্ট ট্রাস্ট
১৫ স্ট্র্যান্ড রোড, কলকাতা-৭০০০০১।

বিষয়ঃ বিদেশি মালবাহী জাহাজ কর্তৃক সমুদ্রে জেলেদের জাল আড়ার খুঁটি, কাছি ও ফ্লোটারের ক্ষতি।

মহাশয়,

আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, গত পাঁচদিন ধরে জম্বুদ্বীপের অনতিদূরে সমুদ্রে লাইবেরিয়ার একটি বৃহৎ কয়লা ভরতি কার্গো **(BELL MONROVIA IMO 9123180)** নোঙ্গর করে হলদিয়া বন্দর থেকে আসা ৮ – ৯ টা চাপড়িতে (ছোট জাহাজ) মাল খালাস করছে। এই জায়গাটিতে সাগর দ্বীপের 'সাগরখাল ধবলাট তপোবন মেরিন খটি মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিমিটেড' নামক মৎস্য খোটির জেলেরা বেহুন্দি জাল এড়ে মাছ ধরে। ফিশিং বোটের নাবিক, মাছ বাছুনি/ শুকুনি, বিক্রেতা ইত্যাদি সমেত প্রায় ২০০ মৎস্যজীবী শ্রমিক উক্ত খোটিতে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। প্রত্যেক পরিবারে ৫ জন সদস্য ধরলে ২০০ জন শ্রমিকের উপর প্রায় ১০০০ মানুষের জীবিকা নির্ভরশীল। কোরোনার আবহে এমনিতেই জেলেদের আর্থিক অবস্থা সঙ্গিন। তার উপর লাইবেরিয়ার ঐ মালবাহী জাহাজটি তাদের মাছ ধরার জায়গায় নোঙ্গর করে তাদের মাছ ধরার লোহার খুঁটি ও তার সঙ্গে বাঁধা কাছি ও ফ্লোটার নষ্ট করে দেওয়ায় তারা আর মাছ ধরতে পারছে না। এক একটি খুঁটির পেছনে প্রায় দশ হাজার টাকা খরচ হয়। প্রায় ৩০০ টি খুঁটি পাওয়া যাচ্ছে না। জেলেদের হাতে পুঁজি নেই যে তারা আবার নতুন করে খুঁটিগুলি ক্রয় করতে পারবে। এই অবস্থায় প্রায় ২০০ শ্রমিক কর্মহীন অবস্থায় বসে আছে। জানা গেছে মালবাহী জাহাজটি আগামী ২৫ শে নভেম্বর পর্যন্ত ঐখানে নঙ্গর করে থাকবে। মাছ ধরার গন চলে যাচ্ছে। জেলেদের মাথায় হাত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এই জায়গাটায় গত ৫০ বছর ধরে জেলেরা মাছ ধরে আসছে। এটা জাহাজের নোঙ্গর করার জায়গা নয়। সাধারণভাবে মালবাহী জাহাজ এই জায়গাটা থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে নোঙ্গর করে কাজ করে।

এমতাবস্থায়, অবিলম্বে ঐ জায়গা থেকে লাইবেরিয়ার ঐ জাহাজটিকে সরাতে এবং জেলেরা যাতে তাদের ক্ষতিপূরণ পায় সেব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যাবস্থা নিতে অনুরোধ করছি।

ধন্যবাদান্তে,

বিনীত

Milan Das

মিলন দাস,
সাধারণ সম্পাদক,
দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম